



131000 - ঋণ ও ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন

আমি জনকৈ বোনরে কাছ থেকে কর্জে হাসানা হিসেবে কিছু স্বর্ণ নিয়ে এবং অঙ্কীকার করছি য়ে, নরিদষ্টি সময়রে পর আমি সমান ওজনরে স্বর্ণ তাকে ফরেত দবি। দয়া করে আপনারা আমাকে জানাবে, এটা কিসুদরে অন্তর্ভুক্ত হবে? জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

সুদরে বহু জাত ও প্রকার বর্ণনা করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছ থেকে বহু টেক্সট উদ্ধৃত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে উবাদা বনি সামতে (রাঃ) এর হাদিসটি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: ‘স্বর্ণরে বনিমিয়ে স্বর্ণ, রৌপ্যরে বনিমিয়ে রৌপ্য, গমরে বনিমিয়ে গম, যবরে বনিমিয়ে যব, খজুররে বনিমিয়ে খজুর, লবণরে বনিমিয়ে লবণ সমান সমান ও হাতে হাতে (বিক্রি কর)। আর যদি প্রকারগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে তামেরা হাতে হাতে যতবে ইচ্ছা সতবে বিক্রি করতে পার।’ [সহিহ মুসলিম (১৫৮৭)]

দুই:

ঋণ দয়া জায়ে এবং মুসলমানদরে ইজমার ভিত্তিতে এটি একটি মুস্তাহাব আমল; চাই সটো সুদ সংবদনশীল সম্পদগুলোর মাধ্যমে হোক কিংবা অন্য সম্পদগুলোর মাধ্যমে হোক।

ইবনুল কাত্তান ‘আল-ইক্বনা ফি মাসায়িলিল ইজমা’ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৯৭) বলেন: “আলমেদরে মধ্য থেকে প্রত্যকে যার কাছ থেকে ইলম মুখস্ত করা হত তারা এই মর্মে ইজমা (মতকৈয়) করছেন যে, দনির, দরিহাম, গম, যম, খজুর ও স্বর্ণ এবং প্রত্যকে যে খাদ্যরে সদৃশ পাওয়া যায় সটো ওজনযোগ্য হোক কিংবা মাপনযোগ্য; সটো ঋণ নয়া জায়ে। [সমাপ্ত]

দুই:

প্রশ্নকারীর কাছে স্বর্ণ দিয়ে স্বর্ণ ঋণ দয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি জাগার ভিত্তি হলো: যেহেতু সটো সুদ্রণীয় সম্পদরে

একটির সাথে অপরটির বনিমিয়; কন্টি হস্তান্তর বলিম্বে। এর জবাব নমিনোক্ত পয়নেটে:

১। শরয়িতরে দললি ‘হাতে হাতে’ উল্লখে করে ‘নগদে হস্তান্তর’ হওয়ার যে শরতটি আরোপ করা হয়েছে সেটি ক্রয়বক্রয়রে ক্ষতেরে। যেহেতু হাদসি বলা হয়েছে: ‘যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বচোকনো করতে পার’। এ সংক্রান্ত দললিগুলোতে ঋণ এর কথা উল্লখে নহে।

২। কর্জ দয়োটা হলো একটি দান, সহমর্মতি ও দয়া; বচোকনো এমনটি নয়। বচোকনো হলো: মূল সম্পদরে বনিমিয়; সেটি আর ফরেত না দিয়ে।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) ‘ইলামুল মুওয়াক্কসিন আন রাব্বলি আলামীন’ গ্রন্থে (২/১১) বলেন: পক্ষান্তরে কর্জ: যনি বলছেন যে, এটি কয়্যাসরে বপিরীত; তার সংশয়টি হলো: এটি সুদশ্রণীয় সম্পদকে সুদশ্রণীয় সম্পদ দিয়ে বনিমিয় করা; কন্টি হস্তান্তর বলিম্বে করা। এটি ভুল। কারণ কর্জ হলো উপযোগে দান করা শ্রণীয়; যমেন আরয়া। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকে **مَنْحَة** (মানীহা- অনুগ্রহ হিসেবে ধার দয়ো জনিসি) বলছেন। তিনি বলেন: **أَوْ مَنْحَة زَهَب أَوْ مَنِيحَة وَرَق** (কথিবা স্বর্ণরে মানহি বা রৌপ্যরে মানহি)। এটি সহমর্মতিশ্রণীয়; বনিমিয়শ্রণীয় নয়। কারণ বনিমিয়রে ক্ষতেরে প্রত্যেকে তার মূল সম্পদটা এমনভাবে প্রদান করে যে, সেটি আর তার কাছে ফরে আসে না। আর কর্জ হচ্ছে আরয়া ও মানহি শ্রণীয়...। এটি কোনভাবে বচোকনো শ্রণীয় নয়; বরং সহমর্মতি, দান ও সদকাশ্রণীয়।[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) ‘আল-শারহুল মুমতী’ গ্রন্থে (৯/৯৩) বলেন: এটি সহমর্মী চুক্তি; এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্জগ্রহীতাকে কর্জ দয়ো জনিসিটির মালকি বানিয়ে দয়ো...। অতএব, সেটি একটি সহমর্মতিমূলক চুক্তি; এর দ্বারা বনিমিয় ও লাভ উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি নতিন্ত অনুগ্রহ। এ কারণে কর্জ দয়ো জায়যে; যদিও কর্জরে রূপটি সুদরে রূপরে মত। কেননা কটে যদি এক দরিহাম দিয়ে এক দরিহামকেই বক্রি কর; কন্টি লনেদনে নগদ নগদ না হয় তাহলে সেটাই সুদ। আর যদি কটে কাউকে এক দরিহাম ঋণ দিয়ে এবং একমাস পর (ঋণগ্রহীতা) সেটি তাকে ফরেত দিয়ে; তদুপরিসেটো সুদ হবে না। যদিও সেটি সুদরেই রূপ। এতে নিয়ত ছাড়া আর কোন পার্থক্য নহে। যখন ঋণ দয়ের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হলো সহমর্মতি ও অনুকম্পা করা তখন সেটি জায়যে।

৩। এটি সুবদিতি যে, সেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে যামানা থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ একে অপররে কাছ থেকে নগদ অর্থ, দরিহাম, দনির, সব ধরণরে সম্পদ ও সব ধরণরে জনিসি যমেন- যব, উট; ধার নিয়ে এবং সদৃশ জনিসি ফরেত দিয়ে। কটে বলে না যে, এটি সুদ। আয়শি (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, তিনি বলেন: একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ইহুদী থেকে বাকীতে খাবার কনিলনে এবং তার কাছে নজিরে লোহার বর্মটি বন্ধক রাখলেন।[সহি বুখারী (২২৫১) ও সহি মুসলমি (১৬০৩)] যব সুদশ্রণীয় পণ্য।

আমরা যদি কর্জ নয়োর ক্ষতেরে নগদ প্রদানকে আবশ্যক করতাম তাহলে সকল সুদশ্রণীয় সামগ্রীতে ঋণরে অস্তিত্ব



থাকত না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।